সংবাদ

তারিখ 1 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা ৪ নভেম্বর শুরু

পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়েও ঝরে পড়েছে সোয়া ২ লাখ শিক্ষার্থী

এবার অংশ নিচ্ছে ১৯ লাখ ৮ হাজার ৩৬৫

ছাত্রীর সংখ্যা বেশি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

পঞ্চম শ্রেণীর 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা'য় উত্তীর্ণ হয়েও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আসতেই ঝরে পড়েছে প্রায় সোয়া দুই লাখ ছাত্রছাত্রী। ২০০৯ সালে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হওয়া 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা'য় অংশ নিয়েছিল ১৯ লাখ ৮০ হাজার ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী। ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল ১৬ লাখ ২০ হাজার ৫৪ জন খুদে শিক্ষার্থী। আর এবার অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১৫ লাখ ৫৩ হাজার ৫৭৫ জন।

এরমধ্যে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী আছে এক লাখ ৪৯ হাজার ৩৯২ জন। অর্থাৎ পঞ্চম উত্তীর্ণ হয়েও অষ্টম শ্রেণী আসতেই ঝরে পড়েছে দুই লাখ ১৫ হাজার ৮৭১ জন ছাত্রছাত্রী। এবার জেএসসি ও সমমানের মাদ্রাসা স্তরের জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় মোট ১৯ লাখ ৮ হাজার ৩৬৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এরমধ্যে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী আছে এক লাখ ৭২ হাজার ৬৮৪ জন। অর্থাৎ জেএসসি ও জেডিসির নিয়মিত পরীক্ষার্থী শুরু : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

শুরু : নভেম্বরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলো ১৭ লাখ ৩৫ হাজার ৬৮১ জন। এবারের জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১০ লাখ ১১ হাজার ৫০৩ জন ছাত্রী এবং আট লাখ ৯৬ হাজার ৮৬২ জন ছাত্র। ছাত্রের চেয়ে এবার এক লাখ ১৪ হাজার ৬৪১ জন বেশি ছাত্রী পরীক্ষা দেবে।

আগামী ৪ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের দুই হাজার ২৫০টি কেন্দ্রে ২৭ হাজার ৬৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিতব্য এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। গত বছরের চেয়ে এবার এ পরীক্ষায় ৪৭ হাজার ২৫২ জন পরীক্ষার্থী বেড়েছে। গত বছর জেএসসি ও জেডিসিতে ১৮ লাখ ৬১ হাজার ১১৩ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল।

গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন।

তিনি জানান, এবার জেএসসিতে ১৫ লাখ ৫৩ হাজার ৫৭৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নেবে। এরমধ্যে আট লাখ ২৬ হাজার ৮২ জন ছাত্রী এবং সাত লাখ ২৭ হাজার ৪৯৩ জন ছাত্র। আর জেডিসিতে তিন লাখ ৫৪ হাজার ৭৯০ শিক্ষার্থীর মধ্যে এক লাখ ৮৫ হাজার ৪২১ জন ছাত্রী এবং এক লাখ ৬৯ হাজার ৩৬৯ জন ছাত্র।

এবার জেএসজিতে এক লাখ ৪৯ হাজার ৩৯২ জন এবং জেডিসিতে ২৩ হাজার ২৯২ জন অনিয়মিত পরীক্ষার্থী রয়েছে। এছাড়া জেএসসিতে এক লাখ ৩৬ হাজার ৭১১ জন এবং জেডিসিতে ২০ হাজার ৩০১ জন বিশেষ পরীক্ষার্থী (এক থেকে তিন বিষয়ে অকৃতকার্য) অংশ নেবে।

প্রসঙ্গত, অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ২০১০ সাল থেকে জেএসসি এবং ২০১১ সাল থেকে জেডিসি পরীক্ষা শুরু হয়। এর আগে ২০০৯ সালে শুরু হয় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। এরপর ২০১০ সালে শুরু হয় পঞ্চম শ্রেণীর সমমানের মাদ্রাসা স্তরের এবতেদায়ি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা।

বিদেশের কেন্দ্র

বিদেশের সাতটি কেন্দ্রের মধ্যে সৌদি আরবের রাজধানী জেদ্দায় ১০৬ জন ও রিয়াদে ১০৯, লিবিয়ার ত্রিপলীতে আট, কাতারের দোহায় ৭২, আরব আমিরাতের আবুধাবীতে ৩৯, দুবাইয়ে ১৮ এবং বাহরাইনে ৩৬ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। এবার প্রথমবারের মতো মাসকাট এবং ওমানে ১০ জন করে পরীক্ষার্থী আবুধাবীর মাধ্যমে নিবন্ধন করে পরীক্ষায় অংশ নেবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান।

বাংলা ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র এবং গণিত ছাড়া সব বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নে হবে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, শ্রবণ প্রতিবন্ধীসহ অন্য প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাড়াও অন্যান্য প্রতিবন্ধীর (যাদের হাত নেই বা হাত দিয়ে লিখতে পারে না) জন্য শ্রুতি লেখকের সুযোগ রাখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমোদন নেই সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অনুমোদনপ্রাপ্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে। সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর রশীদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল নূর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।